আনুষঙ্গিকতায় ভরপুর হয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগুলি হয়েছে আকর্ষণীয় এবং উৎসাহব্যঞ্জক। বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনের সাথে সাথে জেলা, রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে বেড়েছে ক্রীড়া বিষয়ের সংখ্যা। ১৮৯৬ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে ক্রীড়া বিষয়ের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫টি কিন্তু আগামী বছরের রিও অলিম্পিকে সেই সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে ২৮শে। তাই বলা যায়, কালের ক্রমবর্ধমানে বেড়েছে যেমন ক্রীড়া বিষয়ের সংখ্যা, প্রতিযোগীর সংখ্যা, ক্রীড়া পরিচালকের সংখ্যা এবং ক্রীড়া সংগঠনের সংখ্যা। তেমনি উন্নত হয়েছে খেলোয়াড়দের দক্ষতার মান। বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম এবং টেক্‌নো স্পোর্টসের আনুকুল্যে ক্রীড়ানুষ্ঠানগুলির প্রচার এবং পরিবেশ হয়ে উঠেছে সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল। আর এইভাবে উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পরিচালনার ফলে মানুষের মধ্যে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বেড়েছে। আগামী প্রজন্ম টেলিভিসন, কম্পিউটার মোবাইল এবং ল্যাপটপ ইত্যাদির প্রতি যতই আকৃষ্ট হোক না কেন। একটা সময় তাঁরাও বুঝতে পারে নিজস্ব শরীর রক্ষার্থে খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তা। কারণ এই পার্থিব জগতে অর্জিত গুণাবলী প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম হল 'শরীর'। শরীর ছাড়া মানুষের কোনো ঠিকানাই কাজ করে না। তাই খেলাধুলা তথা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ফলে মানুষের আনুগত্য, নৈতিকতা, আত্মসংযম, ধৈর্য্য, শৃঙ্খলাবোধ, সক্ষমতা ইত্যাদি যেমন একদিকে বাড়ে। তেমনি পরস্পরের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ববোধ সহযোগিতাবোধ এবং সংহতির মনোভাব গড়ে ওঠে। আর সেজন্যই দেশে-বিদেশে রাজতান্ত্রিক সমাজের পর গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনে এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে "যুদ্ধ নয় শান্তি চাই"—এই প্রবাদ বাক্য প্রচারে তথা মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ কূটনৈতিকতার পাশাপাশি এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

■ **সংজ্ঞা (Definition) :**

শারীরশিক্ষার অন্তর্গত ব্যবহারিক কার্যক্রমের একটি অনবদ্য বিষয় হল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। শিক্ষার্থী তথা খেলোয়াড়দের ক্রীড়া ভিত্তিক অংশ গ্রহণ, শারীরিক সক্ষমতা এবং অর্জিত কৌশলগুলির মূল্যায়ন পর্যায় ইহার অন্তর্ভুক্ত। আর প্রতিযোগিতায় সাফল্যের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতিভা, উৎসাহ ও উপযুক্ত পরিকল্পনাসহ ক্রীড়াভিত্তিক পরিবেশে উন্নত সরঞ্জামের সাহায্যে দীর্ঘ দিনের নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলন অবশ্যই প্রয়োজন। তবে শারীরশিক্ষার বিশিষ্ট গুণীজন আন্তঃব্যক্তিগত (Inter personal) প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে প্রতিযোগিতা (Compitition) এবং ইহার দীর্ঘায়িত রুপকে টুর্নামেন্ট (Tournament) নামে অভিহিত করেছেন।

Scanned by CamScanner

অল্ডারম্যান (Alderman) প্রতিযোগিতা সম্পর্কে বলেছেন যে, "কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি অংশীদার হওয়া বা যেকোনো পরিবেশে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পূর্ণ করাকে প্রতিযোগিতা বলে এবং সেখানে একে অপরের দক্ষতার উন্নতি ঘটে।" অর্থাৎ 'Competition is any situation in which two or more individuals struggle for the complete or larger share of a particular goal, and in which the success of their performances is relative to each others.'' আর একই উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সমকক্ষ বহুবিধ ক্রীড়া ম্যাচের সংমিশ্রণে টুর্নামেন্ট গঠিত হয়ে থাকে। যেমন—বিশ্বকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বিশ্বকাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এবং T-20 ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ইত্যাদি। তাছাড়া বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন ক্রীড়ায় এধরনের টুর্নামেন্টের পুরস্কার বা ব্যয়ভার উৎসর্গকারী ব্যক্তির নামেও প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়ানুষ্ঠান পরিচালিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ক্রিকেটে রঞ্জি ট্রফি, হকিতে বেটনকাপ, ফুটবলে সন্তোষ ট্রফি ইত্যাদি।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, নির্দিষ্ট কোনো ক্রীড়ার উপর ভিত্তি করে পুর্বোল্লিখিত ক্রীড়াসূচি অনুযায়ী পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রকে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বলে। আর ইহাকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য একমাত্র বিশেষ উপাদান হল আয়োজককারী সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান। ইহার পারিবারিক অবস্থা এবং কর্মকর্তাদের তৎপরতা ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে এই প্রতিযোগিতা কতটা স্বার্থক হবে। এছাড়াও অন্যান্য উপাদানগুলি হল আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগী, বিচারকমণ্ডলী, ক্রীড়াক্ষেত্র, অনুমোদিত ক্রীড়া সরঞ্জাম এবং কার্যালয় পরিচালনায় সহযোগি উপকরণ ইত্যাদি।

■ গুরুত্ব (Importance) :

শিক্ষা ও শারীরশিক্ষা উভয়েই শিখনমূলক কর্মকাণ্ড এবং একে অপরের পরিপুরক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুঁথিগত বিদ্যার সাহায্যে সাধারন শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শিক্ষার্থীরা যেমন একদিকে শিক্ষার লক্ষ্য পুরণ করে। তেমনি শারীরশিক্ষার অন্তর্গত শারীরিক কার্যক্রম নির্ভর নানান কর্মসূচির মাধ্যমেও শিক্ষার লক্ষ্যে পৌছানো যায়। শিরোনামভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এই রকমই একটি শিক্ষণীয় উপকরণ যা প্রত্যেকের জীবনে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করে অর্থাৎ ইহা একটি কর্মপন্থা যার সাহায্যে আত্মবিশ্বাস ও সৃজনশীলতাসহ ব্যক্তিগত বিভিন্নরকম গুণাবলীর বিকাশ ঘটায়। তাই অনুশীলন ⇌ প্রতিযোগিতা ⇌ মূল্যায়ন ⇌ উন্নতি বা অবনতি—এই

Scanned by CamScanner

সরঞ্জামের সাহায্যে ক্রীড়া জগৎ ও শিল্পকলার বিভিন্ন ক্ষেত্র, যেমন-ক্রীড়া, সাহিত্য, অঙ্কন, স্থাপত্য ও নাট্যকলার মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদানের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি প্রচারিত হয়ে থাকে। টেলিভিশনে লক্ষ লক্ষ মানুষ খেলা দেখে খেলোয়াড়দের নির্বাচন করে তাঁরা কোন ক্লাবের/রাজ্যের/দেশের খেলোয়াড়। বর্তমানের ভালো খেলোয়াড়দের প্রতি অনুপ্রাণিত হয়ে কর্মজীবনের শত ব্যস্ততার মধ্যে অবসর এবং বিনোদনের বিষয় হিসাবে ক্রীড়াকে বেছে নেয়। আর এইভাবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতি ঘটায়।

(চ) ইহা খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্য সুরক্ষা করে (It is preserve the health of sportsperson)

প্রতিযোগিতা হল প্রতিভা অন্বেষণের মাধ্যম। তাই দীর্ঘদিন অনুশীলন করার ফলে প্রতিযোগীরা যেমন একদিকে বিভিন্ন ধরনের কৌশল আয়ত্ব করে তেমনি তাঁরা নিজস্ব শারীরবৃত্তীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়। সেজন্য সাধারণ মানুষের তুলনায় শারীরবৃত্তীয় অবনমন অনেক দেরীতে আসে অর্থাৎ খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্য বেশিদিন সুরক্ষিত থাকে। আর এই সুরক্ষা এবং স্বচ্ছতার কথা ভেবে ক্রীড়াক্ষেত্রে গঠিত হয়েছে বিশ্ব ডোপিং বিরোধী সংস্থা (World Anti-Doping Agency)। বর্তমানে এই সংস্থা ক্রীড়াবিদদের চিকিৎসাগত ও বিজ্ঞানসম্মত কমিশন (Medical and Scientific Commission)-এর সাথে একত্রে কাজ করে। অপরদিকে, ক্রীড়াবিদদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ক্রীড়া চিকিৎসা, ক্রীড়া শারীরবিদ্যা, জৈব বলবিদ্যা এবং পুষ্টিগত বিষয়ে গবেষণা করে ক্রীড়া ও ক্রীড়াবিদদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নানান তালিকা প্রস্তুত করা হয়।

■ শ্রেণীবিভাগ (Classification) :

প্রতিযোগীদের দীর্ঘদিনের নিরলস প্রচেষ্টা প্রতিযোগিতায় প্রতিফলিত হয়। তবে এর আয়োজককারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, আর্থিক অবস্থা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং সময় প্রভৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা বা টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রতিটি টুর্নামেন্টের শিরোনাম ও বৈশিষ্ট্য আলাদা হওয়ায় শারীরশিক্ষা এবং ক্রীড়াক্ষেত্রে একক, দ্বৈত ও দলগত ক্রীড়ার প্রচলন থাকলেও প্রতিযোগিতার মূলবৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাদেরকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়, যা নিম্নে ছকের মাধ্যমে প্রদর্শিত করা হল—

Scanned by CamScanner

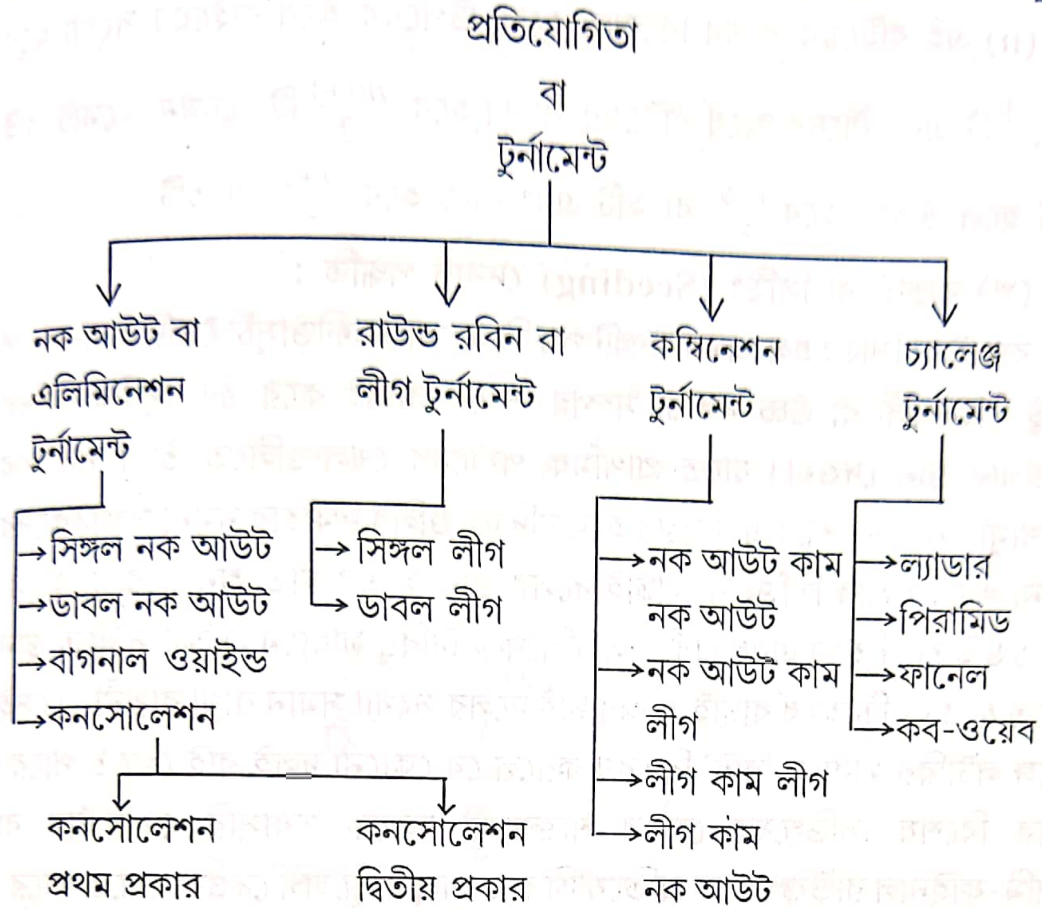

১। নক আউট বা এলিমিনেশন টুর্নামেন্ট (Knock-out or Elimination Tournament)

এই প্রতিযোগিতার মূল বৈশিষ্ট্য হল কোনো দল হেরে গেলে তাঁরা সান্ত্বনা (consolation) প্রতিযোগিতা ছাড়া মূল প্রতিযোগিতা থেকে বহিষ্কৃত হবে। এক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল

(ক) বাই (Bye) নির্ণয় পদ্ধতি :

"বাই" হল এমন একটি সুবিধা যেখানে কোনো দল না খেলে পরের পর্যায়ে খেলার সুযোগ পায়। আর 'বাই' কেবল প্রথম রাউন্ডেই দেওয়া হয়। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী মোট দল বা ব্যক্তির সংখ্যা পরবর্তী '২'-এর ঘাত পরিমাণ (Next power of '2') থেকে বিয়োগ করলে মোট বাইয়ের সংখ্যা পাওয়া যাবে। যেমন-কোনো প্রতিযোগিতায় দলের সংখ্যা ১২ হলে বাইয়ের সংখ্যা হবে (২^{৪} – ১২) অর্থাৎ (১৬ – ১২) = ৪টি।

(i) এই বাইয়ের সংখ্যা জোড় হলে খেলার তালিকার দুটি অর্ধে সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়। যেমন-৬টি বাই হলে $\frac{nb}{2} = \frac{৬}{২}$ = ৩টি বাই উপরের অর্ধে ও ৩টি বাই নীচের অর্ধে প্রদান করা হবে।

(ii) এই বাইয়ের সংখ্যা বিজোড় হলে, উপরের অর্ধে বাইয়ের সংখ্যা হবে $\frac{nb-1}{2}$ টি এবং নীচের অর্ধে বাইয়ের সংখ্যা হবে $\frac{nb+1}{2}$ টি। যেমন—মোট বাই ৫টি হলে উপরে হবে $\frac{৫-১}{২}$ বা ২টি এবং নীচে হবে $\frac{৫+১}{২}$ বা ৩টি।

(খ) বাছাই বা সিডিং (Seeding) দেবার পদ্ধতি :

বাছাই বা সিডিং হল এমন একটি পদ্ধতি, যেখানে ক্রীড়াসূচী তৈরি করার পূর্বে কিছু শক্তিশালী বা উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন দলকে বাছাই করে ক্রীড়াসূচীর বিভিন্ন জায়গায় স্থান দেওয়া। যাতে প্রাথমিক পর্যায়ের খেলাগুলিতে তাঁরা পরস্পর মুখোমুখি না হয়। তবে এটা সম্ভব হবে যদি দলগুলির দক্ষতার নমুনা সংগঠকদের জানা থাকে। আর সিডিং বা বাছাই দলের স্থান ২-এর ঘাত অনুসারে বা ২, ৪, ৮, ১৬ ইত্যাদি হবে এবং বাকী দলগুলিকে লটারির মাধ্যমে ক্রীক্ষা সূচীতে স্থান দিতে হবে। প্রতি অর্ধে বাছাই ও অবাছাই দলের সংখ্যা সমান রাখা বাঞ্ছনীয়। সেই সঙ্গে লটারির মাধ্যমে 'বাই' বিতরণ করলে যে কোনো দলই বাই পেতে পারে। আর বিশেষ সিডিংয়ের ক্ষেত্রে শক্তিশালী দলকে সরাসরি কোয়ার্টার বা সেমি-ফাইনাল রাউন্ড থেকে প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।

যাইহোক, প্রতিযোগিতায় হেরে যাওয়ার সংখ্যা, সান্ত্বনামূলক প্রতিযোগিতার ধরন এবং দলের স্থান প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে নক আউট বা এলিমিনেশন টুর্নামেন্টকে আবার চারটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা—

I. সিঙ্গল নক আউট বা সিঙ্গল এলিমিনেশন টুর্নামেন্ট (Single knockout or Single elimination tournament)

এই প্রতিযোগিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে দল বা ব্যক্তি একবার হেরে যাবে তাঁরা বা তিনি তৎক্ষণাৎ প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নেবেন অর্থাৎ পরবর্তী কোনো রাউন্ডে খেলার সুযোগ পাবেন না। এক্ষেত্রে মোট দল সংখ্যা যদি n হয় তবে প্রতিযোগিতায় মোট খেলা (Match) হবে $(n-1)$ সংখ্যক। যেমন-দলসংখ্যা ১৩টি হলে এই প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুযায়ী মোট খেলা হবে (১৩ – ১) বা ১২টি। তবে দল সংখ্যা খুব বেশি হলে তাদেরকে দুটি অর্ধে ভাগ করে প্রতিযোগিতা তাড়াতাড়ি শেষ করা যেতে পারে। এই বিভাজন পদ্ধতি নিম্নরূপ—

(ক) অংশগ্রহণকারী দল বা ব্যক্তির সংখ্যা (n) জোড় হলে উপরের অর্ধে এবং নীচের অর্ধে দল সংখ্যা বা ব্যক্তির সংখ্যা সমান বা $\frac{n}{2}$ হবে।

(খ) যখন অংশগ্রহণকারী দল বা ব্যক্তির সংখ্যা (n) বিজোড় হবে, তখন উপরের অর্ধে দল বা ব্যক্তির সংখ্যা হবে $\frac{n+1}{2}$ এবং নীচের অর্ধে দল বা ব্যক্তির

Scanned by CamScanner

আউট (March out) করে বিদায় দেয়। এইভাবে প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ঘটে।

(গ) প্রতিযোগিতার পরবর্তী কার্যাবলী (Post Meet Work) :

ক্রীড়ানুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর সরঞ্জামসহ সমস্ত জিনিস গুছিয়ে রাখা, প্রতিযোগীদের ফিরে যাওয়ার সুবন্দোবস্ত করে দেওয়া এবং হিসাব-পত্র ঠিকঠাক করা বাঞ্ছনীয়। অন্যের কাছ থেকে সংগৃহীত জিনিসগুলি ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা এবং বিভিন্ন ভাবে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাদের ধন্যবাদ জানানো এবং শেষে পরিচালন সমিতির সকল সদস্যদের নিয়ে সমাপ্তি আলোচনা (Closing Meeting) করা হয়।

■ আন্তঃপ্রাচীর প্রতিযোগিতা (Intramural Competition) :

আন্তঃপ্রাচীর প্রতিযোগিতা বলতে কোনো শিক্ষায়তনের অন্তর্গত সকল শ্রেণি (Class)/বিভাগ (Group) / গৃহ (House)-এর মধ্যে বা কোনো গোষ্ঠীর অন্তর্গত সকল স্তরের মানুষের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতাকে বোঝায়। এই আন্তঃপ্রাচীরের ইংরাজী শব্দ হল "INTRAMURAL" যা ল্যাটিন শব্দ "intra" এবং "murals" বা "marus"-এর সংমিশ্রণে গঠিত। যেখানে "intra" শব্দের অর্থ হল "মধ্যে" (within) বা "murals" এবং "murus" শব্দের অর্থ হল "প্রাচীর" (wall) অর্থাৎ সম্পূর্ণ "intramural" শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় "চার দেওয়ালের মধ্যবর্তী" (within the walls)। সুতরাং কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরস্থ শিক্ষার্থী বা সদস্যদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই আন্তঃপ্রাচীর কর্মসূচীগুলি সফল হয়। যেখানে একটিমাত্র ক্রীড়াভিত্তিক প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠানের বহু প্রতিযোগী অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। তাই ইহার আদর্শ স্বরূপ বলা যায়, "একটি খেলা প্রত্যেকের জন্য এবং প্রত্যেকে একটি খেলার জন্য (A game for each

Scanned by CamScanner

and each for a game)। শারীরশিক্ষা ক্ষেত্রে এই জাতীয় কার্যক্রমের সুফল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থী সমানভাবে লাভ করতে পারে। ফলে অতি সহজেই শিক্ষার লক্ষ্য পূরণ হয়।

○ **উদ্দেশ্য**—আন্তঃপ্রাচীর প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ—

(ক) প্রতিষ্ঠানের সমস্ত শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়ায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়। ফলে প্রতিযোগিতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

(খ) ক্রীড়া কৌশলগুলি অনুশীলনের সুযোগ পায়।

(গ) ক্রীড়ার নিয়মকানুন সম্পর্কে অবহিত হয়।

(ঘ) প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের চিহ্নিতকরণের সুযোগ হয়।

(ঙ) শিক্ষার্থীরা খেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ পায়। ফলে তাদের পড়াশুনা জনিত মানসিক ক্লান্তি দূর হয়।

(চ) প্রতিযোগীরা নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা অর্জন করে।

(ছ) দলবদ্ধভাবে খেলায় অংশগ্রহণের ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ, নিয়মানুবর্তিতা, সৌভ্রাত্ববোধ, ঐক্য ও সংহতির মনোভাব জাগ্রত হয়।

(জ) প্রতিযোগিতায় জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুস্থ চেতনাবোধ এবং খেলোয়াড়সুলভ মানসিকতা জাগ্রত হয়।

(ঝ) শিক্ষার্থীদের শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে এবং কৌশলাদি অর্জন করতে সাহায্য করে।

(ঞ) শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণমূলক অভিজ্ঞতার পাশাপাশি খেলা পরিচালনা, সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের সুযোগ পায়।

○ **সাংগঠনিক চিত্র**—

কোনো সংগঠনের বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের পক্ষে কখনোই কোনো কাজ একা করা সম্ভব নয়। তাই তিনি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্নরকম কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করেন। আন্তঃপ্রাচীর প্রতিযোগিতা এইরকমই একটি কার্যক্রম যেখানে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। তবে প্রতিষ্ঠানের এই বিভাগের প্রধান অর্থাৎ শারীরশিক্ষায় শিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তির উপর আন্তঃপ্রাচীর প্রতিযোগিতার নিয়ম-কানুন প্রস্তুতকরণ, বিভাজন ক্রিয়া, ক্রীড়াঙ্গন প্রস্তুতি, বাজেট প্রস্তুতি, তথ্য সংরক্ষণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ন্যাস্ত থাকে। সুতরাং প্রতিষ্ঠানের প্রধানসহ অন্যান্য শিক্ষক, ছাত্রনেতা এবং বিভিন্ন দলনেতাদের সহযোগে গঠিত আন্তঃপ্রাচীর প্রতিযোগিতার সাংগঠনিক চিত্র নিম্নে বর্ণিত হল—

Scanned by CamScanner

আন্তঃপ্রাচীর প্রতিযোগিতার সভাপতি
(প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা)
↓
আন্তঃপ্রাচীর প্রতিযোগিতার নির্দেশক
(বয়ঃজ্যেষ্ঠ শারীরশিক্ষার শিক্ষক)
↓
আন্তঃপ্রাচীর প্রতিযোগিতার সম্পাদক বা সচিব
(অন্য শারীরশিক্ষার শিক্ষক)
↓
আন্তঃপ্রাচীর প্রতিযোগিতার কোষাধ্যক্ষ
(অন্য শ্রেণী শিক্ষক)
↓

নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রনেতা	মধ্যম শ্রেণীর ছাত্রনেতা	উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রনেতা
↓	↓	↓
নিম্নশ্রেণীর দলনেতা	মধ্যম শ্রেণীর দলনেতা	উচ্চ শ্রেণীর দলনেতা

○ **কর্মসূচী—**

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলাধুলার পরিকাঠামো এবং সুযোগ-সুবিধা বিচার বিশ্লেষণ করে সংগঠিত ও অসংগঠিত উভয় প্রকার ক্রীড়া বিষয়কে সংযুক্ত করে আন্তঃপ্রাচীর প্রতিযোগিতার কার্যক্রম তৈরি করা বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ এবং শারীরিক সক্ষমতা প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের সাথে সাথে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের অংশগ্রহণকেও এই আন্তঃপ্রাচীর প্রতিযোগিতায় প্রাধান্য দেওয়া যেতে পারে।

○ **দল বিভাজন—**

আন্তঃপ্রাচীর প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য হল যে, প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগ ছাত্র/ছাত্রীদের অংশগ্রহণ। তাই শিক্ষার্থীদের বয়স, শ্রেণি, লিঙ্গ, সক্ষমতা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে দল বিভাজন করা দরকার। যাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বহর বজায় থাকে এবং কোনো এক পক্ষ কখনোই নিরাশ না হয় ও দুপক্ষই প্রতিযোগিতার চাপ অনুভব

Scanned by CamScanner

করতে পারে। তাই প্রতিটিদল সমজাতীয় এবং সমসংখ্যক হওয়া প্রয়োজন। সেইসঙ্গে সময় ও অর্থের উপর ভিত্তি করে নক-আউট বা লীগ পর্যায়ের প্রতিযোগিতা পরিচালনা করা যেতে পারে। এই প্রতিযোগিতায় দক্ষ খেলোয়াড়দের নির্বাচন করে বহিঃপ্রাচীর প্রতিযোগিতার জন্য প্রতিষ্ঠানের দল গঠন করা যেতে পারে। যাহা হউক প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি অনুযায়ী দল বিভাজন বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যথা—

(ক) **সম্পূর্ণ আবাসিক প্রতিষ্ঠান**—এক্ষেত্রে ছাত্রাবাসে থাকা শিক্ষার্থীদের মধ্যে হাউস (লক্ষ্মীবাঈ, মাতঙ্গিনী ইত্যাদি) তৈরি করে আন্তঃছাত্রাবাস প্রতিযোগিতা করা যেতে পারে। এছাড়াও ছাত্রাবাসের তল (Floor) বা শাখা অনুযায়ী প্রতিযোগিতা করা যায়।

(খ) **আংশিক আবাসিক প্রতিষ্ঠান**—ছাত্রাবাসে অবস্থানকারী শিক্ষার্থী এবং অনাবাসি শিক্ষার্থীদের মধ্যে দল বিভাজন করে আন্তঃপ্রতিষ্ঠানিক প্রতিযোগিতা করা যেতে পারে।

(গ) **অনাবাসিক প্রতিষ্ঠান**—এই প্রকৃতির প্রতিষ্ঠানে নীচের পদ্ধতিতে দল গঠন করা যায়—

(i) শ্রেণির ভিত্তিতে—যেমন ৫ম শ্রেণী, ৬ষ্ঠ শ্রেণীর দল

(ii) বয়সের ভিত্তিতে—শিক্ষার্থীদের বয়সের ভিত্তিতে সাব-জুনিয়র, জুনিয়র, সিনিয়র প্রভৃতি বিভাগে ভাগ করে তাদের মধ্যে আবার দল গঠন করে প্রতিযোগিতা করা যেতে পারে।

(iii) মহাবিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রেণী বা বিভাগ বা দপ্তরের ভিত্তিতে দল বিভাজন করে আন্তঃপ্রাচীর প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে।

○ **পুরস্কার**—

প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্বচ্ছলতা অনুযায়ী এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ও বিজেতাদের পুরস্কৃত করা যেতে পারে। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের দেওয়াল পত্রিকায় তাদেরও ছবি লাগানো যেতে পারে তাহলে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীরা বেশি উৎসাহিত হবে।

○ **সুবিধা**—আন্তঃপ্রাচীর প্রতিযোগিতার সুবিধাগুলি হল—

(ক) এই প্রতিযোগিতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্রীড়াসুলভ মানসিকতার উন্মেষ ঘটায়।

(খ) অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড় নিজের দক্ষতা সম্পর্কে সচেতন হতে পারে।

Scanned by CamScanner

(গ) শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করে।

(ঘ) সহপাঠীদের প্রতি সহযোগিতা ও সাহায্যের পথ সুগম হয়।

(ঙ) শিক্ষার্থীরা নিজের দেহভঙ্গিমা অনুযায়ী ক্রীড়া বিষয় বেছে নিতে পারে।

○ অসুবিধা—আন্তঃপ্রাচীর প্রতিযোগিতার অসুবিধাগুলি হল—

(ক) একই প্রতিষ্ঠানের বা একই শ্রেণির শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ফলের দক্ষতার মান ততটা উন্নত হয় না।

(খ) এই প্রতিযোগিতায় প্রচুর সময় ও অর্থের অপচয় ঘটে।

(গ) প্রতিযোগিতার উন্মাদনায় প্রতিষ্ঠানের পড়াশুনার পরিবেশ নষ্ট হয়।

(ঘ) পরাজয়ের কারণে সহপাঠীদের প্রতি অবাঞ্ছিত হিংসা বা রেষারেষির সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(ঙ) পড়াশুনার পাশাপাশি প্রতিযোগিতায় জয়-পরাজয়ের কারণে শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি পায়।

উপরোক্ত সুবিধা-অসুবিধাগুলি স্মরণে রেখে আন্তঃপ্রাচীর প্রতিযোগিতার পরিচালক মহাশয়কে প্রতিষ্ঠানে শিক্ষামূলক পরিবেশ বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে।

○ গুরুত্ব—প্রতিষ্ঠানে আন্তঃপ্রাচীর প্রতিযোগিতার গুরুত্ব নিম্নে বর্ণিত হল—

(i) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের আন্তরিকতা বেড়ে যায় ফলে শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশের পথ সুগম হয়।

(ii) শিক্ষার্থীদের ক্রীড়াভিত্তিক দক্ষতা উদ্ভূত হওয়ার সুযোগ পায় এবং এর সাথে সাথে বহিঃপ্রাচীর প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠানের সাফল্য আসার সম্ভাবনা থাকে।

(iii) আন্তঃপ্রাচীর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ও জয়লাভের সাথে সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত অন্যান্য কার্যক্রমে ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের স্পৃহা জাগ্রত হয়।

(iv) ক্রীড়া পরিচালনা এবং সাংগঠনিক চিত্র সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

(v) দলগত ক্রীড়ায় অংশগ্রহণের ফলে শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটে।

Scanned by CamScanner

■ বহিঃপ্রাচীর প্রতিযোগিতা (Extramural Competition) :

শারীরশিক্ষা কার্যক্রমের উন্নতিসাধনের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় যে প্রতিযোগিতা সংগঠিত হয় বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় তাকে আন্তঃপ্রতিষ্ঠানিক বা বহিঃপ্রাচীর প্রতিযোগিতা বলে। ইহার ইংরাজী শব্দ 'extramural' যা দুটি ল্যাটিন শব্দ 'extra' বা অতিরিক্ত/আন্তঃ এবং 'murals' বা প্রাচীর শব্দের সংমিশ্রণে গঠিত। আন্তঃবিদ্যালয় এবং আন্তঃমহাবিদ্যালয় প্রতিযোগিতা ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত খেলোয়াড়রা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এবং নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের সম্মান রক্ষার্থে জয়লাভের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। এই জাতীয় প্রতিযোগিতাগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শারীরশিক্ষা কর্মসূচীর গুরুত্ব বৃদ্ধি করে এবং কর্মসূচীগুলির বহুমুখী ধারা বিকশিত করে।

○ **উদ্দেশ্য**—বহিঃপ্রাচীর প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যগুলিকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা—

(ক) স্বাস্থ্য—আন্তঃপ্রতিষ্ঠানিক কর্মসূচী ক্রীড়াবিদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক স্বাস্থ্যকে উদ্দেলিত করে। শারীরিক সুস্বাস্থ্যের কারণে তাঁরা খেলায় অংশগ্রহণ করে। তাই এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল শক্তি, সহনশীলতা, ক্ষিপ্রতা, সক্ষমতা, গতি এবং দেহের সাম্যতা।

(খ) কৌশল—শারীরশিক্ষার অন্তর্গত বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থী বা খেলোয়াড়রা বিভিন্ন কৌশল প্রদর্শনের সুযোগ পায়।

(গ) সামাজিক উন্নতি—শিক্ষার্থীদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব, ঐক্যবোধ, সামাজিকতা বোধ এবং নতুন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সেইসঙ্গে নেতৃত্বদানের ক্ষমতা এবং খেলোয়াড়সুলভ গুণাবলীর বিকাশ ঘটে। আর নিজের প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি পায়।

(ঘ) বিনোদন—এই বহিঃপ্রাচীর প্রতিযোগিতাগুলি একদিকে খেলোয়াড়দের ভবিষ্যৎজীবন উন্নত করতে সাহায্য করে। অন্যদিকে দর্শকাসনে বসে থাকা জনসাধারণ সুষ্ঠুভাবে অবসর-বিনোদন করে।

○ **সাংগঠনিক চিত্র**—প্রতিযোগিতার স্তর (level) অনুযায়ী আন্তঃপ্রতিষ্ঠানিক প্রতিযোগিতার সাংগঠনিক চিত্র পূর্বে আলোচিত করা হয়েছে।

○ **শ্রেণিবিভাগ**—আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক প্রতিযোগিতাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

Scanned by CamScanner

(ক) অনুশীলনমূলক প্রতিযোগিতা (Practice Match)—প্রতিবেশি প্রতিষ্ঠানকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এই ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যায়। তবে খেলার পূর্বে তারিখ ও স্থান ঠিক করা বাঞ্ছনীয়। এগুলি শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের অঙ্গ এবং এর দ্বারা উভয় দলের খেলোয়াড়রা উপকৃত হয়।

(খ) বদ্ধ প্রতিযোগিতা (Closed Competition)—এই ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দলগুলি পূর্বেই নির্দিষ্ট করা থাকে। যেমন—কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত মহাবিদ্যালয়গুলির মধ্যে আন্তঃমহাবিদ্যালয় প্রতিযোগিতা। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কতকগুলি দল বা পরিচালক সমিতি বা ক্রীড়া পর্ষদের মধ্যে প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ থাকে।

(গ) মুক্ত প্রতিযোগিতা (Open Competition)—নির্দিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠান/সংগঠন/সংস্থা/পর্ষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে যে কোনো ব্যক্তি অনুমোদিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের হয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারে। যেমন—সর্বভারতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

○ **সুবিধা**—বহিঃপ্রাচীর প্রতিযোগিতার সুবিধাগুলি হল—

(ক) নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্যতার উন্নতি ঘটে।

(খ) নতুন বন্ধুত্ব গড়ার সুযোগ থাকে।

(গ) প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের পাশাপাশি নতুন জায়গা সম্বন্ধে ধারণা জন্মায়।

(ঘ) সংগঠিত প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে খেলোয়াড়রা আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ পায়।

(ঙ) প্রতিযোগিতায় জয়লাভের জন্য সুচতুর কৌশলাদি পর্যবেক্ষণের সুযোগ পায়।

○ **অসুবিধা**—বহিঃপ্রাচীর প্রতিযোগিতার অসুবিধাগুলি হল—

(ক) জয়ের জন্য অসৎ উপায় অবলম্বন করতে পিছপা হয় না। আর এইভাবে জয়লাভ করলে দুর্বল খেলোয়াড়ের প্রতিভা প্রকাশিত হয় এবং শক্তিশালী খেলোয়াড় সাময়িক ভাবে মর্মাহত হয়।

(খ) অধিক পরিমাণ সময়, অর্থ ও শক্তির অপচয় ঘটে।

(গ) অত্যধিক মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়।

(ঘ) অস্বাস্থ্যকর শত্রুতা এবং ঈর্ষাপরায়ণতা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে।

(ঙ) প্রতিযোগিতায় জয়লাভের ফলে কোনো কোনো খেলোয়াড়ের মনে অহংকার বোধের সৃষ্টি হয় এবং সেক্ষেত্রে অন্য খেলোয়াড়দের অসুবিধা হয়।

Scanned by CamScanner

তবে উপযুক্ত নেতৃত্বের দ্বারা শিক্ষক/প্রশিক্ষক মহাশয়কে নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বহিঃপ্রাচীর প্রতিযোগিতার খারাপ দিকগুলি সংশোধন করে শিক্ষাসুলভ মানসিকতা গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে।

○ **গুরুত্ব**—বহিঃপ্রাচীর প্রতিযোগিতা বা আন্তঃপ্রতিষ্ঠানিক প্রতিযোগিতার গুরুত্ব নিম্নে বর্ণিত হল—

(ক) শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজস্ব পরিধির বাইরে প্রতিষ্ঠানের সুনাম ছড়িয়ে পরার সম্ভাবনা থাকে।

(খ) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের খেলোয়াড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ফলে সামাজিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটে।

(গ) প্রতিষ্ঠানে খেলাধূলার পরিকাঠামো উন্নত হয় এবং কর্মচারীবৃন্দ অতিসংগঠিত প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী সম্পর্কে সচেতন হয়।

(ঘ) এই ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগিতাজনিত মানসিক চাপ সহ্য করার ক্ষমতা বাড়ে এবং খ্যাতি অর্জনের ইচ্ছা জাগরিত হয়।

(ঙ) আন্তঃপ্রতিষ্ঠানিক প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ হিংসা বিদ্বেষ ভুলে পরস্পর মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

Scanned by CamScanner

... বৃত্তে নির্দিষ্ট সংখ্যক খেলোয়াড় থাকে এবং তারা নিজেদের মধ্যে চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে খেলে এবং জিতলে কেন্দ্রীয় বৃত্তের দিকে যাত্রা করে। কেন্দ্রে সবচেয়ে ছোট বৃত্তে অবস্থান করে সবচেয়ে ভালো খেলোয়াড়। কেন্দ্রের দিকে যাত্রা করে ওই খেলোয়াড়কে হারাতে পারলে সর্বোচ্চ বিজয়ী পাওয়া যায়।

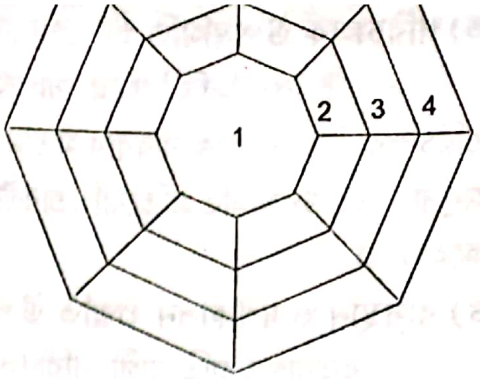

৮.১১ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সংগঠন (Organisation of an Athletic meet) :

কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন রকমের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যায়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে সংগঠন ও আয়োজনের ভিত্তিতে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়, আদর্শ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং আদর্শ নয়, এইরূপ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। একটি আদর্শ প্রতিযোগিতা আন্তর্জাতিক আইন-কানুন মেনে সংগঠিত করা হয়। অপর দিকে আদর্শ নয় এইরূপ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইন কানুন না মানলেও চলে।

এই অধ্যায়ে আমরা আদর্শ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন সম্পর্কে আলোচনা করব। আমাদের দেশে সাধারণতঃ আন্তঃকলেজ, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে আদর্শ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। আমাদের রাজ্যে বেশীর ভাগ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এমন কি বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। কোন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সংগঠন এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অনেক পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির প্রয়োজন। একটি ক্রীড়া বা খেলাধূলার প্রতিযোগিতাকে সফল করতে হলে বিভিন্ন মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতার প্রয়োজন। একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পরিকল্পনা ও সংগঠনের জন্য অনেক গুলি বিষয় মনে রাখতে হয়। যেমন —

১) নির্দিষ্ট ও গ্রহণযোগ্য বা মানানসই মাস ও তারিখ, ২) সম্ভাব্য প্রতিযোগী সংখ্যা, ৩) ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিষয় চয়ণ, ৪) প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ও পুরস্কার বিতরণের উদ্দেশ্য সহজলভ্য প্রধান অতিথিদের বাছাই করা, ৫) মার্চ পাস্টের জন্য দল বাছাই করা, ৬) বাজেট প্রস্তুতি, ৭) পুরস্কারের মান, তার চয়ন ও ক্রয়, ৮) টিফিন ও খাদ্য তালিকা প্রস্তুতি, ৯) বিশেষ আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের তালিকা প্রস্তুতি ও তাদের সংখ্যা নির্ণয়।

সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠান বা বিভাগের প্রধানরা শারীরশিক্ষা অধিকর্তা এবং ক্রীড়া বিভাগের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে উপরের বিষয়গুলি ঠিক করেন। এরপর ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সংগঠন ও প্রস্তুতির বিষয়ে সমগ্র কার্যাবলীকে তিনটি ভাগে ভাগ করা য়ায়।

৮.১১.১ প্রতিযোগিতা পূর্বের কার্যাবলী (Pre-Meet Work)

ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সফল ও মসৃণ রূপায়ণের সমগ্র দায়িত্ব থাকে একটি 'সংগঠক কমিটি'র উপর। সংগঠক কমিটির নীচে থাকে বিভিন্ন উপ-সমিতি, যেগুলির সঠিক, যথাযথ ও দক্ষ কার্যক্রমের উপর প্রতিযোগিতার সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে। বিভিন্ন উপ-সমিতির দায়িত্ব ও কর্তব্য নীচে দেওয়া হল।

১) প্রচার উপ-সমিতি :

এই কমিটির সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন, পোস্টার ও অন্যান্য সুত্রের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার তারিখ, স্থান ও অনুষ্ঠিতব্য কার্যক্রম সম্পর্কে প্রচার করে।

২) মাঠ ও সরঞ্জাম উপসমিতি :

এই কমিটির মাথায় থাকে প্রযুক্তিগত ভাবে দক্ষ ব্যক্তিরা। এই কমিটির দায়িত্বে থাকে মাঠ প্রস্তুতি, ট্রাক এবং

Scanned by CamScanner

ফিল্ডের ক্ষেত্রে মাঠের সঠিক মাপ-জোক এবং সরঞ্জাম সরবরাহ। এরা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য প্রয়োজনীয় সব উপকরণ ও সরঞ্জাম সংগ্রহ করে ও প্রয়োজনে সরবরাহ করে।

৩) পরিচালক উপসমিতি ঃ

এই উপসমিতি বিভিন্ন যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পরিচালকদের লিখিত আকারে জ্ঞাত করে এবং তাদের পরিচালক হিসাবে কাজ করবার মতামত ও ইচ্ছা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়। পরিচালক সমিতির/সংগঠক সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে এই উপসমিতি প্রতিযোগিতার উদ্বোধন এবং পুরস্কার বিতরণের জন্য বিশেষ ও মুখ্য অতিথিদের সাথে যোগাযোগ করে থাকে।

৪) বাসস্থান ও দর্শকাসন প্রস্তুতি উপসমিতি ঃ

বহিরাগত প্রতিযোগী, পরিচালক ও অতিথিদের থাকার ব্যবস্থা করে এই উপসমিতি। মাঠের চারপাশে প্যান্ডেল ও বসার আসন প্রস্তুত করার দায়িত্বও থাকে এই কমিটির উপর। প্রতিযোগী, পরিচালক, দর্শক, সাংবাদিক, অতিথি প্রভৃতি ব্যক্তিদের জন্য পৃথক পৃথক আসনের ব্যবস্থা করে সুশৃঙ্খল ভাবে প্রতিযোগিতা সংগঠনে এই উপসমিতির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থাকে। গাড়ি, স্কুটার এবং সাইকেল রাখার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে এই উপসমিতি।

৫) অভ্যর্থনা উপসমিতি ঃ-

প্রতিযোগিতার উদ্বোধন, পুরস্কার বিতরণ ও অন্তিম অনুষ্ঠানের জন্য অতিথিদের অভ্যর্থনা করে এই উপসিমিতি। বিভিন্ন অতিথি, বিশেষ ও মুখ্য অতিথিদের নিমন্ত্রণ ও তাদের সাথে যোগাযোগ রাখে এই উপসিমিতি। নির্দিষ্ট দিনে এদের অভ্যর্থনা এবং নির্দিষ্ট আসনে বসানোর দায়িত্ব থাকে এই উপসিমিতর।

৬) সাজসজ্জা ও সাংস্কৃতিক উপসমিতি ঃ

প্রতিযোগিতার আঙিনা, প্যান্ডেল, গেট, স্টেজ প্রভৃতি স্থানের সাজসজ্জা, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, বিজয় বা পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান এবং সমাপ্তি অনুষ্ঠানের জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ও পরিচালনার দায়িত্বে থাকে এই উপসমিতি। প্রতিযোগীদের প্রদানের জন্য ট্রফি, মেডেল এবং অন্যান্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করে এই উপসমিতি।

৭) পুরস্কার ক্রয় উপসমিতি ঃ

এই উপসমিতি দায়িত্ব নিয়ে ট্রফি/মেডেল প্রভৃতি প্রতিযোগিতার বিষয়ের সাথে মিলিয়ে ক্রয় করে। সংগঠন কমিটির ধার্যকৃত বাজেট অনুসারে এরা সব ক্রয়কার্য করে। ক্রয়ের পর পুরস্কার 'সাজসজ্জা ও সাংস্কৃতিক উপসমিতির' হাতে প্রদান করা হয়।

৮) খাদ্য উপসমিতি ঃ

প্রতিযোগীদের জন্য এবং পরিচালক ও অতিথিদের জন্য বিভিন্ন সময় টিফিন, পানীয় ও খাদ্যের ব্যবস্থা করে এই উপসমিতি। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপসমিতি এবং সঠিক সময় খাদ্য ও টিফিন পরিবেশন না করলে প্রতিযোগিতয় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

৯) প্রবেশপত্র, নাম নথিভুক্ত ও কার্যসূচী উপসমিতি ঃ

এই উপসমিতির দায়িত্বে থাকে নাম নথিভুক্তিকরণ, প্রতিযোগীদের নম্বর দেওয়া, রেকর্ড সিট্ তৈরী, প্রতিযোগিতার বিষয় ক্রম তৈরী করা, সুভেনির তৈরী, হিটের আয়োজন এবং প্রতিযোগিতা পরিচালনা ও সংগঠন।

১০) শৃঙ্খলা উপসমিতি ঃ

এই উপসমিতির সদস্যদের বলা হয় 'মার্শাল'। এরা প্রতিযোগিতা চলাকালীন মাঠের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করে এবং অবাঞ্ছিত ব্যক্তিবর্গকে মাঠে প্রবেশ করতে দেয়না। কেবলমাত্র প্রতিযোগীরা ও পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত থাকে।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কর্মসূচীর ধারাবাহিকতা ঃ

ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সুষ্ঠ ও সুশৃঙ্খল আয়োজনের জন্য এর কর্মসূচীগুলি ধারাবাহিকভাবে আয়োজন করতে

Scanned by CamScanner

হবে। সুভেনির তৈরী করতে হলে নীচের বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে।

ক) সুভেনিরের প্রথম দিককার পাতাগুলিতে থাকে বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রেরিত শুভেচ্ছা বার্তা।

খ) এরপর থাকে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান বা দলের নাম, সনাক্তকরণ চিহ্ন, মুখ্য অতিথিদের নাম, উদ্বোধকের নাম ও পুরস্কার বিতরণকারীদের নাম, উদ্বোধনের তারিখ ও সময়, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরনী সম্বন্ধে তথ্য।

গ) বিভিন্ন সমিতি, উপসমিতি ও তার সদস্যদের নাম -এর পর উল্লেখিত থাকে।

ঘ) প্রতিযোগিতার বিষয় ও বিষয় অনুযায়ী পরিচালকদের নাম উল্লেখিত থাকে।

ঙ) এরপর থাকে প্রতিযোগিতার বিষয়ের ধারাবাহিকতা এবং

চ) নমুনা স্কোরশীট।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিষয়ের ধারাবাহিকতা ঃ

ক) ট্র্যাকের প্রতিযোগিতাগুলি নীচের ধারাবাহিকতা অনুসারে চালাতে হবে। যেমন, হার্ডেলস্, স্প্রিন্ট, দীর্ঘ্যদূরত্বের দৌড়, মধ্যম দূরত্বের দৌড় এবং রিলে দৌড়।

খ) ট্র্যাকের ও মাঠের প্রতিযোগিতা গুলি একই সাথে চলবে।

গ) যেহেতু স্প্রিন্টার বা কম দূরত্বের দৌড়বিদরা সাধারণতঃ দীর্ঘ্যলম্ফনকারী এবং শট্-পাট্ নিক্ষেপকারী হয়, এমনকি তারা ডিসকাস্ এবং হ্যামার নিক্ষেপকারীও হতে পারে, তথাপি এই প্রতিযোগিতা গুলির মধ্যে নির্দিষ্ট সমায়কাশ থাকা প্রয়োজন।

ঘ) পোলভল্ট, উচ্চলম্ফন, জ্যাভেলিন নিক্ষেপ এবং ডিসকাস্ নিক্ষেপ জাতীয় বিষয়গুলি শেষ হতে অনেক সময় লাগে, তথাপি এগুলি তাড়াতাড়ি শুরু করা প্রয়োজন।

৮.১১.২ প্রতিযোগিতার দিনের কাজ ঃ

প্রতিযোগিতার দিনে প্রতিযোগী এবং পরিচালকবৃন্দকে প্রতিযোগিতা শুরুর বেশ কিছুক্ষণ পূর্বে মাঠে আসতে হয়। পরিচালকদের নির্দিষ্ট ব্যাজ বা আর্ম ব্যান্ড, কর্মসূচীর বিবরণসম্বলিত পুস্তিকা, স্কোরশীট বা বিষয় তালিকা এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী এই সময় দেওয়া হয়। প্রতিযোগিতা শুরু হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পূর্বেই বিভিন্ন অতিথিদের বরণ করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকে মার্চ-পাষ্ট, অতিথিদের অভিবাদন এবং প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ঘোষণা, পতাকা উত্তোলন, শপথবাক্য পাঠ, মশাল বহন ও পুতাগ্নি প্রজ্জ্বলন, বেলুন ও পায়রা ওড়ানো প্রভৃতি। এর পরই মূল প্রতিযোগিতার কার্য শুরু হয়। কোন বিষয়ের অন্তিম প্রতিযোগিতা শেষ হলেই তার পুরস্কার বিতরণ সম্পন্ন হয়। উপস্থিত অতিথিবৃন্দদের দিয়ে পুরস্কার বিতরণের কার্য করানো হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে শিক্ষকরা বা পরিচালন সমিতির সদস্যরা একে একে পুরস্কার দিতে পারেন। বড় বড় ও অতি সংগঠিত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট তালিকা অনুসারে অতিথি বা বিশিষ্ট ব্যক্তিরা পুরস্কার দিয়ে থাকেন। পুরস্কারের সাথে শংসাপত্রও দেওয়া হয়। কর্মসূচী অনুসারে প্রতিযোগিতার সব বিষয় শেষ হলে প্রতিযোগীরা সমাপ্তি অনুষ্ঠানের জন্য একত্রিত হয়। এই সময় দলগত বা ব্যক্তিগত ট্রফি দেওয়া হয়। কখনও কখনও সমাপ্তি অনুষ্ঠানের অংশ হিসাবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অবশেষে প্রতিযোগীরা সকলে একত্রিত হয়ে মিশ্রিত আকারে জাম্বাল মার্চপাষ্ট -এ অংশ নেয় এবং সকলে বক্তৃতা মঞ্চের পেছনে একত্রিত হয়। এরপর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার পর জাতীয় সংগীত গাওয়া হয় এবং পতাকা অবনমনের পর প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ঘোষণা হয়। অবনমনের পর পতাকাটিকে যথাযথ মর্যদায় প্রধান বা মুখ্য অতিথির হাতে দেওয়া হয়। মুখ্য অতিথি সেটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান/বিভাগীয় প্রধান/সমিতির সচিব/ক্রীড়া অধিকর্তার হস্তে প্রদান করেন, যাতে পরবর্তী বৎসরের প্রতিযোগিতা পর্যন্ত সেটি নিরাপদ স্থানে থাকে। এই ভাবে প্রতিযোগিতা দিবসের সমাপ্তি ঘটে।

৮.১১.৩ প্রতিযোগিতা পরবর্তী কার্য ঃ

প্রতিযোগিতা শেষ হবার পরেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে যায়। সেগুলি গুরুত্ব ও যত্ন সহকারে না করলে প্রতিযোগিতা সর্বাঙ্গ সুন্দর হয় না। যেমন -

Scanned by CamScanner

কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা করতে হবে।

ঢ) নথি রক্ষণ ঃ

শিবির পরিচালনাকারীদের নীচের নথিগুলি গুরুত্ব সহকারে রক্ষণ করতে হবে।

১) বাজেট, খাদ্য বিষয়ক নথি এবং ব্যবহৃত সরঞ্জামের তালিকা।

২) শিবিরে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সম্মতিপত্র, দৈনন্দিন উপস্থিতি ও কার্যক্রমে অংশগ্রহণ।

৩) স্বাস্থ্য পরীক্ষা।

৪) প্রাথমিক চিকিৎসা ও ডাক্তারি পরীক্ষা ও চিকিৎসা সম্পর্কিত।

৫) শিবিরকারীর অশালীন আচরণ, আভাব্যতা এবং অসহযোগীতা।

৬) নিত্য কর্মসূচী ও কার্যক্রম।

ঞ) শিবির ফি ঃ

কোন বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক শিবির আয়োজিত হলে, তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ শিবিরে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকেই নেওয়া হয় এবং এর বিনিময়ে নির্দিষ্ট রসিদ প্রদান করা হয়।

চ) শিবিরের নিয়ম কানুন ঃ

শিবিরের নির্দিষ্ট এবং সর্বজন গ্রাহ্য নিয়মকানুন থাকা আবশ্যক। এই নিয়মকানুন না মানলে শাস্তির ব্যবস্থা এবং ভালো কাজের জন্য পুরস্কারের উল্লেখও নিয়মকানুনে থাকা আবশ্যক। শিবির শুরুর পূর্বে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীকে শিবিরের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে সম্যক ভাবে অবহিত করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীরা যাতে শিবিরের সকল প্রকার নির্দেশ সম্পর্কে অবহিত হয় এবং শিবিরের সকল প্রকার কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতে পারে - তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব আয়োজকদের। শিক্ষার্থীদের সুশৃঙ্খল আচরণ, যেমন- সঠিক সময়ে খাদ্য গ্রহণ, পরস্পরের সাথে বিবাদে জড়িয়ে না পড়া, সুশৃঙ্খল ভাবে প্রতিটি কর্মসূচী পালন করা - প্রভৃতির উপর শিবিরের সাফল্য নির্ভর করে।

শিবিরের গুরুত্ব ঃ

শিবিরের প্রধান উদ্দেশ্য হল মুক্ত পরিবেশের সাথে স্বতঃস্ফূর্ত মিলন। এর প্রধান গুরুত্বগুলি নিম্নরূপ —

১) শিবিরে শিক্ষার্থীরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে সামাজিক ভাবে একে অপরের সাথে মিলিত হয়।

২) বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে একজন শিশু প্রকৃতিকে খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করতে পারে ও উপলব্ধি করে।

৩) শিবির ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে একটি সামগ্রিক ও নতুন ধ্যান-ধারণার পৃথিবীতে নিয়ে যায়।

৪) প্রাকৃতিক পরীক্ষাগার হিসাবে এটি জীবনের বৃত্তিগত শিক্ষা ও অবকাশের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে।

৫) অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সহযোগিতা, আত্মসচেতনতা ও নেতৃত্বদানের গুণাবলীর বিকাশ সাধন করে।

৯.৪ খেলার দিবস (Play day) ঃ

মেয়েদের প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়ায় অংশগ্রহণের বিকল্প হিসাবে খেলার দিবস বা Play day -এর প্রস্তাবনা করা হয়েছিল। বর্তমান দিনে ছাত্র-ছাত্রী নির্বিশেষে সকলেই Play day -এর কর্মসূচীতে অংশ নেয়। এর মাধ্যমে বহু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী শারীর-শিক্ষা কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। Play day -এর মূল উদ্দেশ্য হল 'অপরের সঙ্গে খেলা, অপরের বিরুদ্ধে নয়'। এটি প্রকৃতপক্ষে খেলার মাঠের সামাজিক বন্ধুত্ব, তৃপ্তিদায়ক পরিবেশ তথা শারীর-শিক্ষার চাহিদা নিরশন করে। খেলার দিবসের কর্মসূচী হিসাবে থাকে লোক-নৃত্য, ছন্দবদ্ধ ব্যায়াম, হাল্কা সরঞ্জামসহ ড্রিল, ছোট খেলা, গান-বাজনা প্রভৃতি। বর্তমান দিনে খেলার দিবস বা Play day -এর আকর্ষণ আরও বৃদ্ধির জন্য এর সাথে খেলাধূলা ও শারীর শিক্ষা সম্পর্কিত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। Play day -তে অংশগ্রহণের

Scanned by CamScanner

মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত হয় না বা তারা কোন নির্দিষ্ট ক্রীড়ায় পারদর্শী হয় না, তারা শারীর-শিক্ষা, ও বিনোদনমূলক কার্যক্রমের সাথে পরিচিত হয় ও তার গুরুত্ব অনুভব করে।

কমিটি গঠন ঃ

Play day সাধারণতঃ অনুষ্ঠিত হয় একটি সম্পূর্ণ দিন বা অর্ধদিবস ধরে। অনুষ্ঠানের আয়োজন হিসাবে থ কোনো নির্দিষ্ট বিদ্যালয়। সেই বিদ্যালয়ের উপরেই থাকে মাঠ প্রস্তুতি ও কর্মসূচী রূপায়নের সমগ্র দায়িত্ব। এক দিন বা বেলার অনুষ্ঠান হলেও এর সুশৃঙ্খল রূপায়নের জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন কমিটির যেমন —

১) অভ্যর্থনা কমিটি ঃ

এই কমিটির দায়িত্বে থাকে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে অভ্যর্থনা করা ও তাদের বসার আসন প্রস্তুত করা।

২) কর্মসূচী কমিটি ঃ

এই কমিটির দায়িত্ব থাকে খেলার দিবসের জন্য আকর্ষণীয় ও উপযোগী কর্মসূচী প্রস্তুত করা। যেহেতু শিশুরাই সাধারণত এই অনুষ্ঠানে অংশ নেয়, তাই তাদের কথা মাথায় রেখেই কর্মসূচী প্রস্তুত বা পরিকল্পনা করা উচিৎ।

৩) প্রচার কমিটি ঃ

খেলার দিবসের সফল রূপায়নের জন্য প্রচার কমিটির বিশেষ দায়িত্ব থাকে। বিভিন্ন স্থানে ঘোষণা, প্যামপ্লেটস্, সংবাদ প্রচার ও বিজ্ঞাপণের দ্বারা এর প্রচার করা প্রয়োজন। এছাড়া সাধারণ মানুষের কাছে অমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করার দায়িত্ব থাকে এই কমিটির উপর।

৪) মাঠ ও সরঞ্জাম কমিটি ঃ

এই কমিটির দায়িত্বে থাকে মাঠ প্রস্তুতি, তাতে চিহ্নিতকরণ এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও উপকরণের ব্যবস্থা করা ও সরবরাহ।

৫) উপবেশন কমিটি ঃ

উপবেশন কমিটির দায়িত্বে থাকে বসার স্থানের পরিকল্পনা এবং আমন্ত্রিত অতিথি, দর্শক ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আসনের ব্যবস্থা করা। পর্যাপ্ত আসনের ব্যবস্থা না থাকলে বিশৃঙ্খলায় অনুষ্ঠান পণ্ড হতে পারে।

৬) খাদ্য কমিটি ঃ

এই কমিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর দায়িত্বে থাকে শিক্ষার্থী, পরিচালক ও অতিথিদের জন্য যথাযথ টিফিন ও খাদ্যের ব্যবস্থা করা। বিশুদ্ধ পানীয় জল তথা চা, কফি প্রভৃতির ব্যবস্থা করাও এর দায়িত্ব।

আয়োজন ঃ নির্দিষ্ট দিনে Play day বা খেলার দিবস পালনের পূর্বে নীচের আয়োজনগুলি সম্পূর্ণ করতে হবে।

শিক্ষার্থীদের ব্যাজ ঃ Play day -এর কর্মসূচীতে একটি বিশাল সংখ্যক ছাত্র/ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। আয়োজন ও পরিচালনার সুবিধার্থে ছাত্র/ছাত্রীদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে তাদের বিভিন্ন ব্যাজ প্রদান করে, প্রতি দলেকে নির্দিষ্ট স্থানে বসানো হয়। একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বা নেতৃত্বে এইরূপ ২০ জনের একটি দল থাকলে ভালো হয়।

অনুশীলন ঃ খেলার দিবসের ন্যায় নতুন অনুষ্ঠানের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য শিক্ষার্থীদের নিয়ে দুই থেকে তিনবার সমগ্র অনুষ্ঠানের অনুশীলন করে নিলে, সমগ্র কর্মসূচীটি সুষ্ঠ ও সুশৃঙ্খল ভাবে সমাপন করা যায়।

ঘোষণা ঃ বিশাল সংখ্যক ছাত্র/ছাত্রীদের সবরকম নির্দেশ দানের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক মাইক ও লাউডস্পিকার থাকা আবশ্যক। মাইকের ব্যবস্থা থাকলে বার বার ঘোষণা ও সবরকম ব্যক্তির কাছে সবরকম ঘোষণা পৌঁছে দেওয়া সুবিধাজনক হয়।

বিশুদ্ধ জল ও শৌচাগার ঃ এই বিষয়গুলির আয়োজন খেলার দিবসের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই জাতীয় সুযোগ-সুবিধার অভাব থাকলে খেলার দিবসে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক।

Scanned by CamScanner

পর্যাপ্ত অর্থের যোগান ঃ কোন বিদ্যালয়ের একক ভাবে Play day -এর ন্যায় বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা সুসাধ্য নয়। তাই অংশগ্রহণকারী প্রতিটি বিদ্যালয় কিছু কিছু অর্থের যোগান দিলে সমগ্র কর্মসূচীগুলি সঠিক ভাবে রূপায়ণ করা সম্ভব হয়।

পুরস্কার ঃ যদিও খেলার দিবস কোনরূপ প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান নয়, তথাপি অংশগ্রহণকারী প্রতিটি শিক্ষার্থীকে অংশগ্রহণের জন্যই সামান্য কিছু পুরস্কার দেওয়া যেতে পারে। এই পুরস্কারগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যেমন বই, খাতা, পেন্সিলবক্স প্রভৃতি হলে উত্তম হয়। কিছু কিছু বিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহের স্বীকৃতি স্বরূপ পতাকা, ব্যাজ বা তারকা প্রদান করে থাকে।

একটি নমুনা খেলার দিবসের কর্মসূচী (৫ থেকে ১০ বৎসর)

প্রীতিনগর ভূদেব স্মৃতি বিদ্যাপীঠ, পায়রাডাঙ্গা, তারিখ ঃ ৩০.১০.২০০৬,

সময় ঃ সকাল ১১ টা।

১) মূখ্য অতিথির আগমন।

২) অংশগ্রহণকারীদের সমাবেশ।

৩) পতাকা উত্তোলন এবং খেলার দিবসের উদ্বোধন।

৪) দল গঠন।

৫) খেলাধূলা — প্রথম পর্ব ঃ

ক) অনুকরণমূলক কার্যক্রম। ১) মুরগি লড়াই — লাফানো। ২) হাঁসের মতো হাঁটা।

খ) শিয়াল ও মুরগি ছানা

গ) ভঙ্গিমামূলক গান।

ঘ) চোর-চোর খেলা।

৬) সাংগঠনিক সম্পাদক কর্তৃক স্বাগত ভাষণ

খেলাধূলা — দ্বিতীয় পর্ব ঃ

ক) অনুকরণমূলক কার্যক্রম ঃ

১) ট্রেনের দৌড়, ২) নেকড়ে ও সারস, ৩) মাছ এবং জাল, ৪) মুরগি লড়াই (বালকদের), ৫) চলন গান, ৬) লাফ দড়ি।

বিরাম।

৭) বিশিষ্ট ব্যক্তির ভাষণ — ৫ মিনিট। খেলাধূলা — তৃতীয় পর্ব।

ক) অনুকরণমূলক কার্যক্রম ঃ ১) এরোপ্লেনের মতো ওড়া। ২) হনুমানের মতো চলা। ৩) হাঁসের মতো চলা। ৪) ব্যাঙ লাফ। ৫) দেশীয় ব্যায়ামের সমাবেত ড্রিল।

বিরাম

৮) বিশিষ্ট অভিভাবকের ভাষণ।

৯) পুরস্কার ও শংসাপত্র প্রদান।

১০) মূখ্য অতিথির সমাপ্তি ভাষণ।

১১) ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

১২) জাতীয় সংগীত।

১৩) সমাবেত উচ্চারণ — জয় হিন্দ।

Scanned by CamScanner

নমুনা খেলার দিবসের কর্মসূচী (১১ থেকে ১৫ বৎসর) ঃ

প্রীতিনগর ভূদেব স্মৃতি বিদ্যাপীঠ, পায়রাডাঙা।

তারিখ ঃ ৩০.১০.২০০৬ সময় ঃ সকাল ১১টা।

১) মুখ্য অতিথির আগমন।

২) অংশগ্রহণকারীদের সমাবেশ।

৩) পতাকা উত্তোলন এবং খেলার দিবসের উদ্বোধন।

৪) দল গঠন।

৫) রীতিবদ্ধ কার্যক্রম — প্রথম পর্ব

ক) ক্যালিস্থিনিস্ বা খালি হাতের ব্যায়াম। খ) স্টার ড্রিল। গ) পম্-পম্ ড্রিল। ঘ) রিবন ড্রিল।

বিরাম

৬) সাংগঠনিক সম্পাদকের ভাষণ ঃ

রীতিবদ্ধ কার্যক্রম — দ্বিতীয় পর্ব

ক) মার্চিং, খ) লেজিম, গ) লোকনৃত্য, ঘ) ব্রতচারী, ঙ) অ্যারবিকস্, চ) ডামবেল।

৭) বিশিষ্ট ব্যক্তির ভাষণ — ৫ মিনিট

ভঙ্গিমা ও যোগাসন — তৃতীয় পর্ব

ক) পিরামিড, খ) যোগ ব্যায়াম, গ) জিমন্যাস্টিকস।

বিরাম।

৮) বিশিষ্ট অভিভাবকের ভাষণ ঃ

খেলাধূলা প্রদর্শনী — ৪র্থ পর্ব

ক) খো-খো, খ) কবাডি, গ) ব্যাডমিণ্টন, ঘ) ভলিবল, ঙ) থ্রোবল।

৯) পুরস্কার ও শংসাপত্র বিতরণ।

১০) মুখ্য অতিথির সমাপ্তি ভাষণ।

১১) ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

১২) জাতীয় সংগীত।

১৩) সমাবেত উচ্চারণ।

> **'Productive personnel administration and supervision do not just happen. They occur only as a result of adherence to a prescribed set of basic principles'.**
>
> ***— Charles A. Bucher.***

Scanned by CamScanner